কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়।
www.moa.gov.bd

স্মারক নং-১২.০০.০০০০.০৯৭.০১.০০৭.১৬.১৭১ **তারিখ :** ১৩ চৈত্র, ১৪২৪ / ২৭ মার্চ, ২০১৮

বিষয় : "জাতীয় বীজ নীতি-২০১৮'' এর চূড়ান্ত খসড়ার ওপর অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৪-০৩-২০১৮ তারিখে **"জাতীয় বীজ নীতি-২০১৮''** এর চূড়ান্ত খসড়ার ওপর অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ক) সভার কার্যবিবরণী;
খ) উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট 'ক';
গ) "জাতীয় বীজ নীতি-২০১৮'' এর চূড়ান্ত খসড়া।

২৭.০৩.১৮

(মো: আজিম উদ্দিন)
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
ফোন/ফ্যাক্স : ৯৫৪০২৩৮
E-mail: azimseed@gmail.com

সদয় কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

০১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০২। সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৩। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, দিলকুশা, ঢাকা;
০৪। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৫। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৬। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৭। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৮। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৯। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১০। সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১১। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১২। অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি/গবেষণা/মহাপরিচালক (বীজ অনুবিভাগ)), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
১৪। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
১৫। প্রফেসর ড. মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া, কৌলিতত্ত ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, শেকৃবি, ঢাকা;
১৬। প্রফেসর ড. লুৎফুল হাসান, কৌলিতত্ত ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবি, ঢাকা;
১৭। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা -১২১৫;
১৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১;
১৯। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১;
২০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭;
২১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০০;
২২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদি, পাবনা-৬৬২০;
২৩। নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
২৪। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর-১৭০১;
২৫। ড. এফ এইচ আনসারী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসিআই এগ্রি বিজনেস;
২৬। প্রফেসর ড. লুৎফর রহমান (অব:), বাকৃবি, ময়মনসিংহ;
২৭। ড. মো. আবদুর রাজ্জাক, সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা;
২৮। জনাব আকতার আহমেদ, পিএইচডি, কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, আইএফপিআরআই, বাংলাদেশ;
২৯। মোহাম্মদ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রিম সীড কোম্পানী, উত্তরা, ঢাকা;
৩০। জনাব মো: আনিস উদ দৌলা, চেয়ারম্যান, এসিআই ও সভাপতি, বিএসএ, ২৪৫ তেজগাঁও বা/এ, ঢাকা।

অবগতি ও সদয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০২। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
০৩। প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীসহ আইনের খসড়াটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
০৪।অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

“জাতীয় বীজ নীতি, ২০১৮” এর খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, সিনিয়র সচিব , কৃষি মন্ত্রণালয়

সভার তারিখ : ১৪ মার্চ ২০১৮

সময় : সকাল ১২.০০টা

স্থান : কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-‘ক’

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতি, বীজ নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনার আহবান জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব শাহজাহান আলী বলেন, ১৯৯৩ সালে প্রণীত বীজ নীতি বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। ১৯৯৩ সালে প্রণীত বীজ নীতিটি বর্তমান সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত হওয়া প্রয়োজন। কৃষির জন্য দু'টি উপকরণ সেচ ও সার বিষয়ে নীতিমালা রয়েছে; তাছাড়া রপ্তানি নীতি, জৈব কৃষি নীতি, আইপিএম নীতিমালা ও জীবপ্রযুক্তি নীতি রয়েছে। তাই বীজ নীতিরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

৩। সভাপতি “জাতীয় বীজ নীতি-২০১৮” এর খসড়া প্রণয়নে অদ্যবধি যে সব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে; তা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপনের জন্য প্রধান বীজতত্ত্ববিদকে আহবান জানান। প্রধান বীজতত্ত্ববিদ সভাপতির অনুমতিক্রমে বীজ নীতির খসড়া প্রণয়নে গৃহীত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেন। তিনি জানান:

৩.১ বীজ সেক্টরে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি অংশিজনদের নিয়ে “Seed Sector in Bangladesh Growth through Regulatory Reform” বিষয়ে সোনারগাঁ হোটেলে ২৯/০৩/২০১৩ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় আলোচনায় অংশ নিয়ে অংশিজনরা বীজ নীতি ও আইনের কতিপয় ক্ষেত্রে সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের প্রস্তাব করেন;

৩.২ অংশিজনদের সুপারিশসহ বীজ নীতি ও আইনকে বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগকে আহবায়ক ও প্রধান বীজতত্ত্ববিদকে সদস্য সচিব করে বীজ সেক্টরে কর্মরত সংশ্লিষ্ট অংশিজনদের নিয়ে মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি “সীড রেগুলেটরী রিফর্ম কমিটি” গঠন করা হয়;

৩.৩ ২০১৩-২০১৬ পর্যন্ত “সীড রেগুলেটরী কমিটি”-এর ১০টি সভা ও ২টি কর্মশালার মাধ্যমে বীজ নীতির খসড়া প্রস্তুত করা হয়;

৩.৪ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৮তম ও ৮৯তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বীজনীতির খসড়াটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট, সকল অনুবিভাগ প্রধান ও অংশিজনদের নিকট প্রেরণ করা হয়;

৩.৫ বীজ নীতির খসড়াটি মতামতের জন্য অর্থ বিভাগ, জনপ্রশাসন, বাণিজ্য, শিল্প, পরিবেশ ও বন, গৃহায়ন ও গণপূর্ত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়;

৩.৬ শিল্প মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, মৎস ও প্রাণিসম্পদ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত, খাদ্য, পরিবেশ ও বন, অর্থ বিভাগ হতে লিখিত মতামত পাওয়া যায়। এছাড়াও বিএডিসি, ডিএই, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, ব্রি, বিজেআরআই, বিনা ও বারি হতে লিখিত মতামত পাওয়া যায়;

৩.৭ সকল মন্ত্রনালয়/বিভাগ ও দপ্তর সংস্থার মতামত সমন্বয় করে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত খসড়াটি প্রণয়ন করা হয়;

অ.পৃ.দ্র.

৩.৮ প্রস্তাবিত বীজ নীতি এর খসড়াটি বাংলা ভাষায় প্রতিকরণের জন্য বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ, সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ও প্রেরণ করা হয়;

৩.৯ বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ, সংস্কার ও গবেষণা অণুবিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে জাতীয় বীজ নীতি, ২০১৮ এর খসড়া প্রমিতিকরণ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে;

৩.১০ প্রস্তাবিত বীজ নীতি, ২০১৮ তে ১ হতে ২২ পর্যন্ত ২২টি অধ্যায়ে বীজ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪। সভায় অতিরিক্ত সচিব, পিপিসি আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, “জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৮” প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে; এই নীতিতে বীজ সম্পর্কিত অধ্যায়ে বীজ নীতির বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া ইতোমধ্যে “বীজ আইন, ২০১৮” জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ হওয়ার পর গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এখন আইনের আলোকে বীজ বিধিমালা প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন। তাই জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ এবং বীজ আইনের আলোকে বীজ বিধি চূড়ান্তভাবে প্রণয়ের পর বীজ নীতির বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন হবে।

৫। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৫.১ “জাতীয় বীজ নীতি, ২০১৮” এর খসড়ার ওপর আর কোনো মতামত থাকলে তা আগামী ১৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে লিখিতভাবে প্রেরণ করতে হবে;

৫.২ খসড়াটি অধিকতর মতামতের জন্য আবারও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

৫.৩ মন্ত্রনালয় ও সরকারের অন্যান্য নীতি ও আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কিনা তা যাচাই করে দেখতে হবে;

৫.৪ বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা বানান বিষয়টি সঠিক আছে কিনা, তা ভালোভাবে যাচাই করতে হবে;

৫.৫ বীজ আইন ২০১৮ এর আলোকে বীজ বিধিমালা চূড়ান্ত করণের পর বীজ নীতি, ২০১৮ এর বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৬। পরিশেষে, উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৫.০৩.১৮

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্
সিনিয়র সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

কৃষিই সমৃদ্ধি

পরিশিষ্ট-খ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

"জাতীয় বীজ নীতি, ২০১৮" এর চূড়ান্ত খসড়ার ওপর আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরের তালিকা

বিষয় : **"জাতীয় বীজ নীতি, ২০১৮"** এর আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা
তারিখ : ১৪-০৩-২০১৮ খ্রি:, সময় : বেলা ১২.০০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভাপতি : সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

ক্র: নং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	মোশাররফ উদ্দিন আহমেদ	অতিরিক্ত সচিব (বীজ উইং) কৃষি মন্ত্রণালয়		[signature] ১৪/৩/১৮
২	মো: নজরুল ইসলাম খোন্দকার	অতি: সচিব ভূমি মন্ত্র.		[signature]
৩	মো. সাইদুর রহমান ভূঁইয়া	প্রধান [illegible]		[signature]
৪	মো: মাহবুবুল আলম	অতি: সচিব ভূমি মন্ত্রণালয়		[signature]
৫	ড. মো. মনজুরুল আলম	মহাপরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি	01713118907	[signature] ১৪/৩/২০১৮
৬	মো: আব্দুর রব জিলানী চৌধুরী	সদস্য পরিচালক (বীজ) (চ.দা.) বিএডিসি	01552355393 zilani71@gmail.com	[signature] ১৪/৩/১৮
৭	Md. Shahjahan Ali	Seed Technologist and Seed Regulation Specialist	01730013391 alliedmsali@yahoo.com	[signature] 14/3/2018
৮	মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান	সিনিয়র প্রধান [illegible]	01715-752595 zamanmk64@yahoo.co.uk	[signature] ১৪/৩/২০১৮
৯	ড. মো. রেজাউল করিম	মুখ্য বৈজ্ঞানিক [illegible]	01713201041 m.r.karimbadc@gmail.com	[signature] ১৪/৩/১৮
১০	মো: আবুল হাশেম	সহযোগী সংরক্ষণ পরিচালক খাদ্য মন্ত্রণালয়	01915-683671 hashem3550@yahoo.com	[signature] ১৪/০৩/২০১৮
১১	মো: খালেকুল করিম মেনন	উপ সচিব শিল্প মন্ত্রণালয়	khaledulkarimmenon@gmail.com	[signature] ১৪/৩/১৮

১২	মোহাম্মদ মাসুদ	চেয়ারম্যান, মুক্তি প্রবাসীত লে:	০১৭১১৫২১১৫৬	মাসুদ
১৩	[illegible]	প্রাক্তন অধ্যাপক বাকৃবি	০১৭১৭১৭৭১১৭২	
১৪	মো: আনোয়ার হোসেন	জ্যেষ্ঠ নির্বাহী প্রকৌশলী [illegible]	০১৭৩৮২৭৩৮৬৩	
১৫	মো: আখতারুজ্জামান ও	অতিরিক্ত পরিচালক [illegible]	01819724670	
১৬	ড. মো. নাজমুল ইসলাম	সিএসও (অব:) বিভাগীয় প্রধান BARI	01715855239	
১৭	মো: আমিন উদ্দিন সরদার	উপসচিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	01550151170	২৪/৩/২৫
১৮	মো. মেহেদী	সহ: পরিচালক (মাঠ পুষ্টি) SCA, গাজীপুর	01711437391	২৪/৩/২৫
১৯	মো: আবদুল বারেক,	পরিচালক (অর্থায়ন) [illegible]	01720379535	২৪/৩/২৫
২০	ড. মো: আমজাদ হোসেন	[illegible]	০১৭১৬০৮২২১৮	২৪/৩/২৫
২১	ড. [illegible]	[illegible]	01812158197	
২২	ড. মো: [illegible]	মহাপরিচালক [illegible]	০১৭১২২৮০০৮৩	২৪/৩/২৫
২৩	আলেয়া মাহমুদ [illegible]	যুগ্মসচিব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০১৭১১০০৪৫৪৫	২৪/৩/২০২৫
২৪	মোহাম্মদ মহসীন	মহাপরিচালক বিএসটিআই	০১৭১৬০৬৩২৫৫	২৪/৩/২৫
২৫	ড. মো: [illegible] ইসলামুল হক	নির্বাহী চেয়ারম্যান বি ও আর সি	01711466424	২৪.৩.২৫

২৬	মো: মাইনুল হোসেন	অতি: পরিচালক (পি ও উ:) [illegible]	০১৮১৮৪১৫৩১২	[signature] ১৪/০৩/১৮
২৭	ড. মো: আব্দুল খালেক	সি.এস.ও, বীজ প্রযুক্তি বিভাগ, বারি, জয়দেবপুর - গাজীপুর।	০১৭১২-৭৬৮৫৬৩	[signature] ১৪/৩/১৮
২৮	মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া	গবেষণা কর্মকর্তা, এফপিএমইউ খাদ্য মন্ত্রণালয়	01711262756	[signature] ১৪/৩/2018
২৯	মো: নাসিরুজ্জামান চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান, বিএডিসি		[signature]
৩০	[illegible]	[illegible]	0121760050 34	[signature] ১৪/৩
৩১	মো: আজমিনুর রহমান	উপপরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর	01711363010	[signature] ১৪/০৩/১৮
৩২	ড. লুৎফুল হাসান আহমেদ	বাকৃবি	01715091096	[signature]
৩৩	ড. মো: রেজাউল করিম	[illegible] মুখ্য পরিচালক, [illegible]	01713201041	[signature] ১৪/৩/১৮
৩৪	মো: নেয়ামুল নাসির	সহকারী বীজতত্ত্ববিদ	01913471802	[signature] ১৪/৩/১৮
৩৫	মানিক চন্দ্র কর্মকার	সহকারী বীজতত্ত্ববিদ	01718018710	[signature] ১৪/০৩/১৮
৩৬	মো: [illegible] উদ্দিন	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ কৃষি মন্ত্রণালয়	01556341143	[signature] ১৪/৩/১৮

খসড়া জাতীয় বীজ নীতি, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয় সূচি

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম/বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	প্রস্তাবনা	০১
০২	মিশন	০১
০৩	ভিশন	০১
০৪	উদ্দেশ্য ও পরিধি	০২
০৫	বীজখাতের ব্যবস্থাপনা	০২
০৬	গবেষণা এবং জাতের উন্নয়ন	০৩
০৭	জাত অবমুক্তকরণ, প্রজ্ঞাপন এবং নিবন্ধন	০৪
০৮	জাত সুরক্ষা	০৪
০৯	বীজ উৎপাদন	০৪
১০	বীজের মাননিয়ন্ত্রণ	০৫
১১	বীজ বিতরণ ও বাজারজাতকরণ	০৫
১২	বীজ নিরাপত্তা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা	০৬
১৩	অবকাঠামো ও তথ্য সরবরাহ	০৬
১৪	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিতজাত	০৭
১৫	বীজ আমদানি ও রপ্তানি	০৮
১৬	অভ্যন্তরীণ বীজখাত	০৮
১৭	বীজ খাতের জন্য অর্থায়ন	০৮
১৮	আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়	০৯
১৯	আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তা	০৯
২০	মানবসম্পদ উন্নয়ন	০৯
২১	বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	১০
২২	উপসংহার	১০

খসড়া জাতীয় বীজ নীতি, ২০১৮-তে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত রূপ এবং পূর্ণ রূপ

সংক্ষিপ্ত রূপ Abbreviation	পূর্ণ রূপ Elaboration
NSB	National Seed Board
DUS	Distinctness, Uniformity and Stability
VCU	Value for Cultivation and Uses
BARC	Bangladesh Agricultural Research Council
CGIAR	Consultative Group on International Agricultural Research
NARS	National Agricultural Research Systems
UPOV	International Union for the Protection of New Varieties of Plants
DNA	Deoxyribonucleic Acid
SRR	Seed Replacement Rate
SMR	Seed Multiplication Ratio
ISTA	International Seed Testing Association
OECD	The Organisation for Economic Co-operation and Development
NSTL	National Seed Testing Laboratory
CSTL	Central Seed Testing Laboratory
GMO	Genetically Modified Organism
IP	Import Permit
EP	Export Permit
PC	Phytosanitary Certificate
SAARC	South Asian Association for Regional Cooperation
SAC	SAARC Agriculture Centre
IPPC	International Plant Protection Convention

১. প্রস্তাবনা

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যচাহিদা পূরণ করিয়া আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে উন্নীত করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। বীজশিল্প ও প্রযুক্তিতে গতিশীলতা আনয়নসহ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাকে বিকশিত করিবার ক্ষেত্রে বীজ নীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিদ্যমান জাতীয় বীজ নীতি-১৯৯৩ প্রণীত হইবার পর প্রায় ২৫ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। দীর্ঘ সময়ে বীজশিল্প ও কৃষি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নূতন নূতন মাত্রা যুক্ত হইয়াছে। আবাদি ভূমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়াসহ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বীজ নীতিকে যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

কৃষির উন্নয়নে বীজই প্রধান ও মুখ্য উপকরণ। বীজ ভাল না হইলে অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার ফলপ্রসূ হয় না, কখনও কখনও সম্পূর্ণই অপচয় হয়। এইটা পরীক্ষিত যে, মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারে শতকরা ১৫-২০ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। সুতরাং মানসম্পন্ন বীজকে কেন্দ্রবিন্দু ধরিয়াই স্থিতিশীল খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে উন্নত জাত ও মানের বীজের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই দেশে মানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। বাড়িতেছে মানুষ, ভূমি বাড়িতেছে না। মানুষের খাদ্যচাহিদা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিতেছে, বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা বর্তমান সময়ে কৃষির মূল চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬০ মিলিয়ন, ধারণা করা হইতেছে ২০২০ সালের মধ্যে তাহা বাড়িয়া ১৭০ মিলিয়ন হইবে। এমতাবস্থায়, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তিতে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ৫-৬ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইলে প্রয়োজন একটি যুগোপযোগী, বাস্তবসম্মত ও প্রতিশ্রুতিশীল জাতীয় বীজ নীতি।

২. ভিশন

দেশে-বিদেশে প্রতিযোগিতা সক্ষম একটি আধুনিক, যুগোপযোগী ও টেকসই বীজশিল্প খাত গড়িয়া তোলা।

৩. মিশন

ক. চাষিপর্যায়ে সঠিক সময়ে ন্যায্যমূল্যে গুণগতমানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করিয়া ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;

খ. খামার এবং চুক্তিবদ্ধ চাষি জোন সম্প্রসারণ, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধি, আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালীকরণ;

গ. বীজপ্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বেসরকারি পর্যায়ে বীজশিল্প উন্নয়নে সহযোগিতা;

ঘ. সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে গুণগতমানসম্পন্ন বীজ সরবরাহে সমন্বয় সাধন; এবং

ঙ. প্রতিকূলতাসহিষ্ণু ও জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল ও হাইব্রিড জাতের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি।

৪. উদ্দেশ্য ও পরিধি

এই নীতিমালার সার্বিক উদ্দেশ্য হইল দেশের কৃষি ও কৃষকের স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়া কার্যকর বীজখাতের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত ও স্থিতিশীল এবং বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে বাস্তবধর্মী সময়োপযোগী একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা। বীজ নীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য হইল এমন একটি বাণিজ্যমুখী বীজশিল্প প্রতিষ্ঠা করা, যাহা দেশীয় চাহিদা পূরণপূর্বক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বীজশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার সক্ষমতা অর্জন করিতে পারিবে। বীজখাতের প্রতিটি উপাদানকে বিবেচনাপূর্বক এই নীতিমালায় কতিপয় অগ্রাধিকারক্ষেত্র চিহ্নিত করা হইয়াছে; যাহা বীজ নীতি বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গণ্য করা যায়।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

৪.১ কৃষকের জন্য সময়মতো মানসম্পন্ন বীজের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ;

৪.২ বীজ গবেষণা, উন্নয়ন, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ ও সকল অংশীজনের (Stakeholder) নিকট উচ্চমানের বীজ বিতরণের উপর গুরুত্ব দিয়া বাংলাদেশের বীজখাতের প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা প্রদান;

৪.৩ পরিবর্তনশীল জলবায়ুতে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী এবং জৈবঘাত সহিষ্ণু (Biotic stress resistant) জাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা, বীজ উৎপাদন এবং বিতরণের সুযোগ সৃষ্টি;

৪.৪ বাজারে সরবরাহকৃত বীজের মনিটরিং, বীজ পরীক্ষা ও মাননিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি;

৪.৫ আর্থিক, কারিগরি, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সহায়তার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি বীজখাতের উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান; এবং

৪.৬ আঞ্চলিক ও বিশ্ব-বাজার উপযোগী বীজ আমদানি-রপ্তানি পদ্ধতি সহজীকরণ।

৫. বীজখাতের ব্যবস্থাপনা

৫.১ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ অনুবিভাগ বীজখাত ব্যবস্থাপনার নির্বাহী দায়িত্বে থাকিবে;

৫.২ বীজ অনুবিভাগ জাতীয় বীজ বোর্ডের সচিবালয় হিসাবেও দায়িত্ব পালন করিবে;

৫.৩ বীজ অনুবিভাগ-এর কর্মকান্ডসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় বীজ বোর্ড (NSB) কর্তৃক প্রদত্ত দিক নির্দেশনার মাধ্যমে পরিচালিত হইবে;

৫.৪ জাতীয় বীজ বোর্ড কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজখাতের উপদেষ্টামূলক কর্তৃপক্ষ। বোর্ড অংশীজনদের সর্বোচ্চ ফোরাম হিসাবেও ভূমিকা পালন করিবে;

৫.৫ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি নূতন জাতের ডিইউএস (DUS), ভিসিইউ (VCU) ও উৎপাদনশীলতা যাচাই করিবে এবং সেইগুলির অবমুক্তির বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করিবে। সিড প্রমোশন কমিটি প্রত্যেক মৌসুমে প্রধান ফসলের জাত ও শ্রেণিভিত্তিক বীজ উৎপাদন, সরবরাহ, প্রচার ও প্রসার কর্মসূচি প্রণয়ন করিবে;

৫.৬ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ অনুবিভাগ এবং সরকারি খাতের মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিএডিসির বীজ ও উদ্যান উইংকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা হইবে;

৫.৭ জাতীয় বীজ বোর্ডে বেসরকারি খাতের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হইবে;

৫.৮ বীজের মান নিয়ন্ত্রণ, প্রত্যয়ন এবং বীজ-সংক্রান্ত বিধিবিধান প্রয়োগে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিকে আরও যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হইবে;

৫.৯ জাতীয় অর্থনীতির জন্য কৌশলগত গুরুত্ব-অনুসারে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফসলসমূহকে দুইটি শ্রেণিতে : নিয়ন্ত্রিত ফসল এবং অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসাবে ঘোষণা করা অব্যাহত থাকিবে;

৫.১০ এই শ্রেণিবিভাজন বিভিন্ন জাত ও বীজের উপর বীজ আইন এবং বিধিমালার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ আরোপের স্তর নির্ধারণ করে। নিয়ন্ত্রিত ফসল এবং জাতের তালিকা সময়ে সময়ে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক সংশোধন এবং হালনাগাদ করা হইবে।

৬. গবেষণা এবং জাতের উন্নয়ন

৬.১ উদ্ভিদ প্রজনন ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়কে সার্বিক গবেষণা কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান উচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে বহাল থাকিবে;

৬.২ জাতীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করিতে 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল' (BARC) নিবিড় পর্যবেক্ষণ, সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে তাহাদের নিজ নিজ অংশীজনের সহিত 'কনসালটেটিভ গ্রুপ অন ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ' (CGIAR)-এর সহিত কার্য করিবে;

৬.৩ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বীজ কোম্পানি তাহাদের স্ব-উদ্যোগে অথবা জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম (NARS) এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথভাবে/ অংশীদারিত্ব/চুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজনন, গবেষণা এবং জাত উন্নয়নের জন্য কার্য করিবে;

৬.৪ উদ্ভিদ প্রজনন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানকল্পে মন্ত্রণালয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় তহবিল যোগানের বিষয়টি বিবেচনা করিবে এবং বিভিন্ন জাতের মেইনটেনেন্স ব্রিডিং, জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ ও প্রজনন, বীজ উৎপাদনে সরকার সহায়তা প্রদান করিবে ;

৬.৫ জৈব ঘাতসহিষ্ণু (Biotic stress tolerant) এবং অজৈব ঘাতসহিষ্ণু (Abiotic stress tolerant) জাতের গবেষণা ও উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইবে;

৬.৬ জাতের উন্নয়ন ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কৃষকদের অংশগ্রহণমূলক (Participatory Variety Selection) কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা হইবে এবং ফসলের স্থানীয় জাতের উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদান করা হইবে;

৬.৭ জীবপ্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি খাতের কার্যক্রমকে আরও জোরদার করা হইবে;

৬.৮ উচ্চফলনশীল বিদেশি জাতের প্রবর্তনকে উৎসাহিত করা হইবে;

৬.৯ জাত উন্নয়নের কার্যে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে উদ্ভিদের কৌলিসম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বৈশিষ্ট্যায়ন এবং মূল্যায়ন ও ব্যবহারের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হইবে;

৬.১০ কৌলিসম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি জাতীয় কৌলিসম্পদ প্রতিষ্ঠান (National Plant Genetic Resources Institute) গঠন করা হইবে;

৬.১১ শিল্পে ব্যবহার উপযোগী ফসলের জাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত আলোচনাপূর্বক গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা হইবে;

৬.১২ বীজ শিল্পের উন্নয়নে বেসরকারি কোম্পানি এবং বিদেশি উৎপাদকদের সহিত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কৃষি গবেষণাকে উৎসাহ প্রদান করা হইবে; এবং

৬.১৩ মেইনটেনেন্স ব্রিডিং প্রজনন বীজ উৎপাদনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৭. জাত অবমুক্তকরণ, প্রজ্ঞাপন এবং নিবন্ধন

৭.১ নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত অবমুক্তির জন্য প্রচলিত পদ্ধতি পর্যালোচনাপূর্বক সময়ে সময়ে জাতীয় বীজ বোর্ড প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনিতে পারিবে;

৭.২ নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাতসমূহ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পর সরকারি গেজেটের দ্বারা প্রজ্ঞাপন জারি করা হইবে;

৭.৩ অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধন অব্যাহত থাকিবে এবং সকল নিবন্ধিত অনিয়ন্ত্রিত ফসলের জাতের জন্য একটি কম্পিউটারাইজড প্রযুক্তিনির্ভর ডাটাবেজ তৈরি করা হইবে;

৭.৪ নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাতের তালিকা নিয়মিতভাবে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক পর্যালোচনা ও প্রকাশ করা হইবে। কোনো ফসলের জাত দেশের কৃষির জন্য ক্ষতিকর বলিয়া প্রতীয়মান হইলে জাতীয় বীজ বোর্ড উক্ত জাতের বীজ বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং প্রয়োজনবোধে জাতটির ছাড়করণ/নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে;

৭.৫ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক জাত ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে উপস্থাপন করিতে পারিবে;

৭.৬ যে-সকল স্থানীয় জাত (Land race varieties) পদ্ধতিগতভাবে (Formal) বা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন-কৌশল দ্বারা উন্নততর করা হইয়াছে, সেইগুলিকে নিবন্ধনের নিমিত্ত জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট পেশ করিতে হইবে। তবে, এই ব্যাপারে জাতের সুনির্দিষ্ট পরিচিতি এবং কৃষকের নিকট গ্রহণযোগ্যতা থাকিতে হইবে এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতীত উক্ত জাতের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল বিনিময়ের উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে হস্তান্তর করা যাইবে না; এবং

৭.৭ ডি.এন.এ. ফিঙ্গারপ্রিন্টিং প্রযুক্তি ব্যবহারপূর্বক ফসলের জাত শনাক্তকরণের জন্য একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হইবে।

৮. জাত সুরক্ষা (Variety Protection**)**

৮.১ একটি আধুনিক বীজশিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে প্রজননবিদ এবং কৃষকের মেধাস্বত্ব অধিকার সংরক্ষণের (Plant Variety and Farmers' Rights Protection) বিষয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব একটি আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হইবে; এবং

৮.২ জাতের বিস্তারিত অঙ্গজ বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির মাধ্যমে জাত পরীক্ষার কার্যক্রম জোরদার করা হইবে।

৯. বীজ উৎপাদন

৯.১ চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। কৃষকদের আয়ের একটি উপায় হিসাবে এবং বীজ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই ব্যবস্থাকে উৎসাহ প্রদান করা হইবে;

৯.২ জাতীয় বীজ বোর্ডের সিড প্রমোশন কমিটি ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক রাখিবার নিমিত্ত চাষের আওতাভুক্ত ভূমির পরিমাণ, সিড রিপ্লেসমেন্ট রেট (SRR) এবং বীজ বর্ধনের হার (SMR) অনুসারে বিভিন্ন ফসলের জন্য চাহিদামাফিক বীজ উৎপাদনের হালনাগাদ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে;

৯.৩ মানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি করিবার জন্য স্থানীয় কৃষকের নিকট ভালো বীজের প্রচার, প্রসার ও বিক্রয় কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা হইবে;

৯.৪ স্থানীয়ভাবে সরকারি ও বেসরকারি খাতে হাইব্রিড জাতের বীজ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা হইবে;

৯.৫ যে-সকল ফসল বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিচারে উপযোগী; সেইসকল জাতের বীজের প্রথাগত উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হইবে;

৯.৬ বীজ গবেষণা, উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগকে সরকার উৎসাহ প্রদান করিবে;

৯.৭ 'উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ আইন ও বিধিমালা' এবং উপযুক্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি সাপেক্ষে ফসল সুরক্ষার পণ্যসামগ্রীর ব্যবহারকে উৎসাহ প্রদান করা হইবে; এবং

৯.৮ কৃষকের নিকট বিক্রয়ের সময় শোধিত সকল বীজকে অবশ্যই লেবেলযুক্ত হইতে হইবে এবং তাহাতে এই মর্মে সতর্কবার্তা উল্লেখ থাকিতে হইবে যে, শোধিত বীজ রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত, ফলে উহা খাইবার অযোগ্য।

১০. বীজের মাননিয়ন্ত্রণ

১০.১ কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজের ব্যবহার নিশ্চিত করিতে অধিকতর সম্পদ ও সুবিধাদির মাধ্যমে মাননিয়ন্ত্রণে সরকারি প্রতিষ্ঠান তথা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সিকে শক্তিশালীকরণ সরকারের নিকট অগ্রাধিকার হিসাবে বহাল থাকিবে;

১০.২ বীজ ব্যবসায় অনিয়মের জন্য বীজ ডিলারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে; প্রয়োজনে বীজ ডিলার নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র বাতিল করা হইবে;

১০.৩ সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বীজ ব্যবসায় নিয়োজিত বীজ ডিলারদের একটি সুশৃঙ্খল কাঠামোর অধীনে আনা হইবে;

১০.৪ বীজ উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য প্রজনন, ভিত্তি, প্রত্যায়িত এবং মানঘোষিত এই চারটি শ্রেণির বীজের লেবেলিং অত্যাবশ্যকীয়। যেসকল ব্যক্তি, কোম্পানি, সরকারি, বেসরকারি সংস্থা বীজের শ্রেণি সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করিতে চায়; তাহাদেরকে আবেদনের ভিত্তিতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি প্রত্যয়নসেবা প্রদান করিবে;

১০.৫ সকল বীজের ক্ষেত্রে 'আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষা সমিতি' (ISTA)-এর গাইডলাইন-অনুসারে বীজ পরীক্ষার জন্য বীজমান এবং মাঠ পর্যায়ে ওইসিডি (The Organization for Economic Co-operation and Development-OECD) গাইডলাইন অনুসারে মাঠমান এর ভিত্তিতে জাতের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কার্য পরিচালিত হইবে। অনুরূপভাবে, বীজ প্রত্যয়নমূলক ট্যাগ প্রদান করিবার বিধি-পদ্ধতিও বীজসংক্রান্ত জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে বীজমান বিধানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে; এবং

১০.৬ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বাণিজ্যের সুবিধার্থে বীজের মাননির্ধারণী মাপকাঠি এবং প্রত্যয়ন ব্যবস্থাকে একইরূপ শস্যের জন্য প্রযোজ্য প্রতিবেশী দেশসমূহের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হইবে।

১১. বীজ বিতরণ ও বাজারজাতকরণ

১১.১ বীজের প্রচার-প্রসার, বিতরণ এবং বিক্রয় করিবার দায়িত্ব বিএডিসি, বেসরকারি কোম্পানি এবং ডিলারদের। বীজপ্রযুক্তি ও সম্প্রসারণ সেবাদানের জন্য ডিলারদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হইবে;

১১.২ প্রতিযোগিতামূলক বীজখাত সৃজনের লক্ষ্যে ভর্তুকি মূল্যে বীজ বিপণন ক্রমান্বয়ে নিরুৎসাহিত করা হইবে;

১১.৩ বিশ্বস্ত উৎস হইতে বীজ ব্যবহারের জন্য কৃষকের নিকট বীজের মান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা একটি

সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয় হিসাবে বিবেচিত হইবে;

১১.৪ ভালো বীজ ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি এবং বাংলাদেশ সিড এসোসিয়েশন সমন্বিতভাবে কার্য করিবে;

১১.৫ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ভোক্তা এবং কৃষকের পছন্দ যাচাই করিবার নিমিত্ত একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাজার তথ্য সংগ্রহ ও তাহা প্রচারের কৌশল নির্ধারণকল্পে সমিতি সহযোগিতা করিবে;

১১.৬ বীজের প্যাকেটে বাংলায় তথ্যাবলি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে; যাহাতে কৃষকরা সহজেই বীজ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য বুঝিতে পারিবে এবং সর্বোচ্চ ফলন অর্জনের জন্য বীজের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে জানিতে পারিবে;

১১.৭ প্রজনন বীজের অপব্যবহার রোধকল্পে বংশবৃদ্ধির জন্য ভিত্তিবীজ বর্ধনকে (Seed multiplication) উৎসাহিত করা হইবে এবং ফসল উৎপাদনের জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভিত্তিবীজ বিক্রয় করাকে নিরুৎসাহিত করা হইবে; এবং

১১.৮ বাজারে নিম্নমানের ভেজাল বীজ বিক্রয়, মোড়ক বা লোগো নকল করিবার ন্যায় জালিয়াতি বা অপকর্ম বন্ধ করিতে কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

১২. বীজ নিরাপত্তা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা (Seed Security and Self Sufficiency)

১২.১ অধিক পরিমাণে বীজের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে, যেমন-দানাদার শস্য, শাক-সবজি, পাট, আলু, তুলা ইত্যাদি বীজের চাহিদা যথাসম্ভব দেশিয় উৎপাদনের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে;

১২.২ বিএডিসি এবং নার্সভুক্ত (NARS) প্রতিষ্ঠানসমূহকে উন্নতমানের ধান, গম, পাট ও অন্যান্য বীজের আপৎকালীন মজুদ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে; যাহাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে অথবা কোনো এলাকায় বীজ সরবরাহে ঘাটতি হইলে মানসম্মত বীজ সরবরাহ করা যায়; এবং

১২.৩ জাতীয় জরুরি পরিস্থিতিতে বীজের চাহিদা মিটাইবার জন্য গুণগত মানসম্মত বীজ আপৎকালীন মজুদ হিসাবে সংরক্ষণ করিতে বেসরকারি কোম্পানিকে উৎসাহিত করা হইবে।

১৩. অবকাঠামো ও তথ্য সরবরাহ

১৩.১ মানসম্মত বীজের বর্ধিত চাহিদা মিটাইতে নূতন অবকাঠামো সৃষ্টি করা এবং বিদ্যমান অবকাঠামোকে শক্তিশালী করিবার কার্যে উৎসাহ প্রদান করা হইবে। বীজের মান বাড়াইতে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যের বিকাশে অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার বেসরকারি খাতকে সহযোগিতা করিবে;

১৩.২ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার ও বিএডিসির কেন্দ্রীয় বীজ পরীক্ষাগারকে আধুনিকায়ন করা হইবে; যাহাতে পরীক্ষাগার দুইটি আন্তর্জাতিক মান অর্জনপূর্বক আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষা সমিতির অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করিতে পারে। সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত বীজ প্রযুক্তিবিদ ও বীজ পরীক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য এই পরীক্ষাগার দুইটি মুখ্য ভূমিকা পালন করিবে। যেহেতু আমদানি ও রপ্তানিকৃত বীজের পরীক্ষার প্রথম ধাপ উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ গবেষণাগারে সম্পন্ন হইয়া থাকে সেইহেতু উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ উইং-এর অধীনে উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ কেন্দ্রসমূহের পরীক্ষাগারসমূহ আধুনিকীকরণ করা হইবে;

১৩.৩ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বীজ পরীক্ষাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষা সমিতির অ্যাক্রিডিটেশন অর্জন করিবার জন্য সরকার উৎসাহ যোগাইবে;

১৩.৪ বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজশোধনসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কলা-কৌশলের মাধ্যমে বীজের গুণগতমান বৃদ্ধি করা হইবে;

১৩.৫ বিএডিসি সক্ষমতা অনুসারে বেসরকারি খাতের উন্নয়নের জন্য বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও পরীক্ষণের সেবা প্রদান করিবে। জাতীয় বীজ বোর্ড এই চাহিদাকে বার্ষিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করিবে এবং বেসরকারি খাতকে সেবাদানের বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিবে; এবং

১৩.৬ বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা এবং বীজের উৎপাদন ও বিক্রয়ের বিবরণসহ বীজ অনুবিভাগের অধীন একটি কম্পিউটারনির্ভর তথ্যভান্ডার গড়িয়া তোলা হইবে। এই তথ্যের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় এবং দেশের প্রতিটি অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের বীজের ব্যবহার ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হইবে।

১৪. জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাত (Biotechnology, Transgenic and Molecular Breeding)

১৪.১ কৃষিখাতের উন্নয়নে জীবপ্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রযুক্তিকে রোগবালাই, পোকামাকড়, খরা, বন্যা, লবণাক্ততা সহনশীল নূতন জাতের উদ্ভাবন এবং উৎপাদনশীলতা ও খাদ্যের পুষ্টি, গুণাগুণ বৃদ্ধিতে ব্যবহার করিবার বিষয়ে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে;

১৪.২ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত সকল ফসলের জাতকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ছাড়করণ করিবার পূর্বে পরিবেশ ও জীবনিরাপত্তার জন্য ‘বাংলাদেশ জাতীয় জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২’ (Biosafety Rules) এবং ‘জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০০৭’ (Biosafety Guidelines for Bangladesh) অনুসরণ করিতে হইবে;

১৪.৩ জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটির অনুমোদনক্রমে জি.এম.ও. ফসলের বীজ গবেষণার উদ্দেশ্যে আমদানি করা যাইবে;

১৪.৪ ট্রান্সজেনিক জাতের ফসলের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অবমুক্তির পর বীজকে ‘বাংলাদেশ জাতীয় জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২’ এবং ‘জীবনিরাপত্তা নির্দেশিকা, ২০০৭’-এর বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক দেশে নিবন্ধিত ও বাজারজাত করিতে হইবে;

১৪.৫ বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য ছাড়করণের পর, ট্রান্সজেনিক জাতসমূহকে উদ্ভিদজাত সুরক্ষা আইনের অধীন ইনব্রিড জাতের উদ্ভিদের জন্য প্রযোজ্য একই পদ্ধতিতে সুরক্ষা প্রদান করা হইবে;

১৪.৬ দেশে আমদানিকৃত বীজের ক্ষেত্রে তাহাদের ট্রান্সজেনিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সনদপত্র থাকিতে হইবে;

১৪.৭ বীজ/বপন সামগ্রী ট্রান্সজেনিক প্রযুক্তিপণ্য হইলে জীবনিরাপত্তা-বিষয়ক জাতীয় কমিটির অনুমোদনক্রমে তাহা আমদানি করিবার অনুমতি প্রদান করা হইবে;

১৪.৮ ট্রান্সজেনিক বীজ/বপন সামগ্রী যদি বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়, তাহা হইলে তাহাতে জাতের পরিচিতিমূলক লেবেলিং থাকিতে হইবে। কৃষিজাত ফসল, উপকারিতা, ট্রান্সজেনিক জিনের নাম এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পরিচিতি লেবেলে উল্লেখ করিতে হইবে; এবং

১৪.৯ দেশে জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাতের বপন/রোপণ সামগ্রী পরীক্ষণ, শনাক্তকরণ এবং মূল্যায়নের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হইবে।

১৫. বীজ আমদানি ও রপ্তানি

১৫.১ কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি আয় বাড়াইতে কৃষক ও উৎপাদকদের নিকট উন্নত জাতের বীজ সহজলভ্য করিবার জন্য উদার আমদানি নীতি বজায় রাখা হইবে;

১৫.২ বীজ আমদানি-রপ্তানি ‘বীজ আইন ও বিধিমালা’ এবং ‘উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ আইন ও বিধিমালা’ অনুসারে পরিচালিত হইবে;

১৫.৩ আইন ও বিধিমালা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বীজ আমদানি-রপ্তানির নিয়মাবলি ব্যবহারকারীর উপযোগী নির্দেশিকা আকারে প্রকাশ করা হইবে। সকল আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক যৌক্তিকভাবে এবং বিধি অনুসারে যথাশীঘ্র সম্ভব আমদানি অনুমতিপত্র/রপ্তানি অনুমতিপত্র (IP/EP) প্রদান করা হইবে;

১৫.৪ দেশের অভ্যন্তরে বিক্রয়ের জন্য আমদানিকৃত বীজকে আইন এবং বিধিমালায় উল্লিখিত অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ন্যূনতম মানদণ্ডসমূহ অবশ্যই বজায় রাখিতে হইবে। এই বিষয়ে বিদেশি সরবরাহকারীর নিকট হইতে নিশ্চিত হওয়া বীজের মানসম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র (PC) বীজ সম্পূর্ণ বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত আমদানিকারককে মজুদ রাখিতে হইবে; এবং

১৫.৫ বীজ রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে। এই কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য বীজ রপ্তানি তথ্যভান্ডার সৃষ্টি করা হইবে; যেইখানে সম্ভাব্য বাজারের তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হইবে এবং উৎপাদকগণকে বিদেশি ক্রেতাদের সহিত সংযুক্ত করা হইবে। আন্তর্জাতিক বীজ-সংক্রান্ত কর্মসূচি এবং অপরাপর ফোরামে সক্রিয় অংশগ্রহণ বীজ রপ্তানির উন্নয়নে একটি অপরিহার্য ধাপ হিসাবে গণ্য করা হইবে।

১৬. অভ্যন্তরীণ বীজখাত

১৬.১ সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থায় অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হইতে প্রাপ্ত বীজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। এই ধরনের বীজের মানোন্নয়ন ঘটাইতে প্রচেষ্টা চালানো হইবে;

১৬.২ চুক্তিবদ্ধ চাষিদের অনুসৃত উৎপাদনের ভালো প্রযুক্তিকে সম্প্রসারণের হাতিয়ার হিসাবে কার্যে লাগাইতে উৎসাহিত করা হইবে; যাহাতে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হইতে প্রাপ্ত বীজের মানের উন্নতিসাধন হয় এবং ইহার চূড়ান্ত লক্ষ্য হইলো কৃষকদের নিয়মিতভাবে তাহাদের বীজ প্রতিস্থাপন করিতে উৎসাহিত করা হইবে;

১৬.৩ একটি প্রতিযোগিতামুখী ও গতিশীল বীজখাত সৃষ্টির লক্ষ্যে বেসরকারি খাতের কর্মকর্তার ব্যাপ্তিকে বীজখাত সম্প্রসারণ করিবার জন্য উৎসাহিত করা হইবে;

১৬.৪ জাত পরীক্ষণ এবং বীজের মাননিয়ন্ত্রণের মতো অপরিহার্য কারিগরি সহায়তা ও সেবার ক্ষেত্রসমূহে সরকার বেসরকারি খাতকে কৌশলগত সাহায্যের যোগান দিবে। মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের সুবিধাদি সরকারি ও বেসরকারি খাতের জন্য প্রযোজ্য হইবে;

১৬.৫ বেসরকারি খাতকেও বীজ প্রযুক্তি বিষয়ে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মানবসম্পদকে প্রশিক্ষিত করিতে হইবে; এবং

১৬.৬ বীজশিল্পের উন্নয়নের জন্য অনুমোদিত বীজ ব্যবসায় নিয়োজিত বিভিন্ন সমিতিকে সরকারের সহিত কার্য করিতে উৎসাহিত করা হইবে।

১৭. বীজখাতের জন্য অর্থায়ন

১৭.১ জাতীয় শিল্পনীতির অধীন অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত 'বীজশিল্প'-কে বিশেষ আর্থিক সহায়তা এবং নানাবিধ উৎসাহমূলক প্রণোদনা ও সহায়তার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত পরামর্শপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে;

১৭.২ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের জন্য মানসম্মত বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে সরকার স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এমনতর সহায়তা প্রদানের বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবে যাহা বীজের দরদাম এবং বিক্রয়ে স্বাভাবিক ব্যাবসায়িক নিয়মের সহিত কিংবা জাতীয় স্বার্থের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বীজ শিল্পের উন্নয়নের সহিত সাংঘর্ষিক না হয়;

১৭.৩ বীজ ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তি, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বল্পসুদে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণপ্রাপ্তিতে সরকার

সহযোগিতা প্রদান করিবে;

১৭.৪ বীজ এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি সহজে আমদানি করিতে সরকার সহযোগিতা প্রদান করিবে; এবং

১৭.৫ বীজশিল্পে বিনিয়োগ করিবার জন্য বিদেশি কোম্পানিকে উৎসাহিত করা হইবে, তবে সেইটা কোনো স্থানীয় কোম্পানির সহিত যৌথভাবে/অংশীদারিত্বে বা শেয়ার মালিকানা ভিত্তিতে হইতে হইবে।

১৮. আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়

১৮.১ কারিগরি ও পেশাদারি যোগাযোগ শক্তিশালী করিবার জন্য দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সমিতি (SAARC)-এর ন্যায় আঞ্চলিক সংগঠনসমূহে অংশগ্রহণ করা অব্যাহত থাকিবে। সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্রের (SAC)-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সার্ক সিড ব্যাংক (SAARC Seed Bank)-এর কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা হইবে;

১৮.২ বিভিন্ন ফসলের বীজের আমদানি-রপ্তানি সহজতর করিবার জন্য বীজের মানদণ্ড নির্ধারণ বা উদ্ভিদস্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়ম-পদ্ধতি পালনের জন্য আঞ্চলিক উদ্যোগকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানানো হইবে;

১৮.৩ আন্তর্জাতিক বীজ পরীক্ষা সমিতি এবং ওইসিডি-এর ন্যায় আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের সদস্যপদ লাভ করিবার প্রচেষ্টাকে অনুসরণ করা হইবে, যাহাতে বীজের মান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে, প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক কনভেনশনসমূহ, যথা—আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ সংরক্ষণ কনভেনশন (IPPC)-এর অধীন দায়দায়িত্ব যথাসম্ভব বাস্তবায়ন করা হইবে; এবং

১৮.৪ জাতীয় বীজ বোর্ড এবং অপরাপর অংশীজনদের সহিত আলোচনাক্রমে সরকার উদ্ভিদ জাত সুরক্ষা সম্পর্কিত আবশ্যকীয় আইন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৯. আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহায়তা

১৯.১ উন্নয়ন প্রকল্প এবং বেসরকারি সংগঠনসমূহকে বীজখাতে অংশগ্রহণ করিতে উৎসাহিত করা হইবে;

১৯.২ বীজশিল্পের যে-কোনো শাখাকে শক্তিশালী করিবার ন্যায় সুনির্দিষ্ট কোনো কর্মকাণ্ডের জন্য তহবিলের সুযোগ সম্পর্কে বীজ অনুবিভাগ এবং জাতীয় বীজ বোর্ড-এর উদ্যোগ অব্যাহত থাকিবে। একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে অগ্রাধিকারমূলক কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করিয়া সহায়তা প্রদানের জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহকে আমন্ত্রণ জানানো হইবে; এবং

১৯.৩ কৃষকের আয় বর্ধনমূলক বা বীজ নিরাপত্তা উন্নততর করিবার লক্ষ্যে সামাজিক-গোষ্ঠীভিত্তিক উদ্যোগকে জোরালোভাবে উৎসাহিত করা হইবে।

২০. মানবসম্পদ উন্নয়ন

২০.১ বীজ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে;

২০.২ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, ডিএই, বিএডিসি, নার্সভুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃষি স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের বীজপ্রযুক্তি ও উদ্ভিদ প্রজনন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বীজশিল্প সম্পর্কে পরিচিতি লাভের জন্য একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে; এবং

২০.৩ কৃষি ও উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের বিষয়ে সকল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও পেশাদারি শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে প্রজনন, গবেষণা, বীজপ্রযুক্তি, বীজ ব্যাবসা এবং বীজশিল্প সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশিত থাকিবে।

২১. বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

২১.১ সরকার কর্তৃক অনুমোদনের পর 'জাতীয় বীজ নীতি, ২০১৮' কার্যকর হইবে এবং ইহা জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করা হইবে;

২১.২ অনুমোদনের পর 'জাতীয় বীজ নীতি, ২০১৮' পুস্তিকা আকারে গেজেট প্রকাশিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটসমূহে দেওয়া হইবে;

২১.৩ বীজ নীতিতে চিহ্নিত প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলি বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইবে; এবং

২১.৪ জাতীয় বীজ বোর্ড, বীজ অনুবিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট উপকারভোগী অংশীজনদের সমন্বয়ে নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হইবে।

২২. উপসংহার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আশা পোষণ করে যে, 'জাতীয় বীজ নীতি, ২০১৮' সকল সরকারি, বেসরকারি এবং অংশীজনদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিবে। কৃষি উন্নয়নের অন্যতম উপাদান বীজশিল্প উন্নয়নে সকলকে সহায়তা প্রদানে জাতীয় বীজ নীতি অনুঘটক হিসাবে ভূমিকা রাখিবে। কৃষক, ভোক্তা ও জনগণের চাহিদাভিত্তিক একটি প্রতিযোগিতামূলক বাজারমুখী বীজশিল্পের উন্নয়নে বীজখাতের সংস্কার সাধনে 'জাতীয় বীজ নীতি, ২০১৮' প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনাও প্রদান করিবে।